দৈনিক ইত্তেফাক

18

তারিখ 15 MAR 1997
পৃষ্ঠা ৭ কলাম ২

ঢাকা ভার্সিটিতে ২৩ বছরে

খুন হইয়াছে ৫৯ জন

আনোয়ার আলদীন ॥ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে স্বাধীনতাপরবর্তী গত ২৩ বছরে ৫৯ জন খুন হইয়াছে। ইহার অধিকাংশই প্রতিপক্ষের সহিত বন্দুকযুদ্ধে এবং দলীয় অন্তঃ কোন্দলের ফলে নিহত হয়। ইহার মধ্যে ১৭ জন বহিরাগত তরুণকেও ক্যাম্পাসে খুন করা হইয়াছে। একমাত্র '৭৪ সালের ৪ঠা এপ্রিল মুহসীন হলে বহুল আলোচিত 'সেভেন মার্ডার' বাদে অপর কোন হত্যাকান্ডের বিচার হয় নাই। প্রতিটি হত্যাকান্ডের পর মামলা হইয়াছে। ঘটনা নিয়া উত্তেজনা থাকিলে প্রথম কিছুদিন পুলিশী তদন্তও হয়। তাহার পর চুপচাপ। হত্যাকান্ডগুলির কোন তদন্ত রিপোর্ট আজ পর্যন্ত আলোর মুখ দেখে নাই। অবশ্য দলীয় অন্তঃকোন্দলে নিহতদের ক্ষেত্রে দোষী ব্যক্তিদের চিহ্নিত করিয়া কেহ মামলা করে নাই। গতকাল (বৃহস্পতিবার) বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান হলে নিহত ছাত্রদল নেতা আরিফ হোসেনের হত্যাকান্ডের সহিত জড়িত থাকার বিষয়ে মামলা হইলেও কাহাকেও আসামী করা হয় নাই। আরিফের পূর্বে সর্বশেষ ক্যাম্পাসে দলীয় কোন্দলে নিহত হয় ছাত্রলীগ (শা-পা) নেতা জয়দ্বীপ দত্ত চৌধুরী বাপ্পী। ১৯৯৫ সালে জগন্নাথ হলের পুকুর পাড়ে প্রকাশ্য (১৫শ পৃঃ দ্রঃ)

ঢাকা ভার্সিটিতে

(১ম পৃঃ পর)

দিবালোকে সংগঠনের প্রতিপক্ষ কর্মীরা কাটা রাইফেল ঠেকাইয়া সাংবাদিকতার ছাত্র বাপ্পীকে গুলী করে। উহার পর চারুকলা ইন্সটিটিউটের অভ্যন্তরে এবং টিএসসি এলাকায় দুইজন বহিরাগতকে অজ্ঞাত পরিচয় তরুণ হত্যা করে।

'৯৫ সালে বাপ্পী হত্যার পূর্বে জগন্নাথ হলের পূর্ব বাড়ীর ভবনে গভীর রাতে জাকির নামে ছাত্রলীগ কর্মী খুন হয়। ১৯৯৪ সালে ছাত্রলীগ (শা-পা) ও ছাত্রলীগের (কা-চু) মধ্যে ক্যাম্পাসে বন্দুক-যুদ্ধকালে পুলিশের টিয়ার সেলের আঘাতে নিহত হয় মাষ্টার্সের ছাত্র বুলবুল। ৯৩ সালে ছাত্রদলের কোন্দলে নিহত হয় দলের নেতা জিন্নাহ ও পাভেল এবং ছাত্রলীগ নেতা অলক। ১৯৯২ সালে সর্বাধিক ৭টি লাশ পড়ে ক্যাম্পাসে। ছাত্রদল ও ছাত্রলীগের বন্দুক যুদ্ধকালে নিহত হয় ছাত্র ইউনিয়ন নেতা মঈন হোসেন রাজু। ছাত্রদলের অন্তঃ কোন্দলে খুন হয় মামুন ও মাহমুদ।

ছাত্রলীগের কোন্দলে নিহত হয় সংগঠনের সাংগঠনিক সম্পাদক মনিরুজ্জামান বাদল। খুন হয় ছাত্রলীগের (মি-ল) লাকু।

'৯১ সালে ছাত্রলীগ-ছাত্রদলের বন্দুক যুদ্ধে নিহত হয় দলের নেতা মির্জা গালিব, লিটন ও মিজান এবং একজন টোকাই। জহুরুল হক হলে খুন হয় বহিরাগত এক তরুণ। এবং ক্যাম্পাসে নিহত হয় ছাত্রলীগের, (কা-চু) মাহবুব। '৯০ সালে জহুরুল হক হলের সম্মুখে ছাত্রলীগ ও ছাত্রদলের বন্দুকযুদ্ধে নিহত হন ছাত্রলীগ নেতা শহীদুল ইসলাম চুন্নু। '৮৯ সালে এসএম হলে ক্রস ফায়ারে নিহত হয় মেধাবী ছাত্র আরিফ। '৮৮ সালে মুহসীন হলে নিহত হয় ছাত্রদলের পাগলা শহীদ। '৮৭ সালে নিহত হয় ছাত্রদলের মাহবুবুল হক বাবলু, মঈনুদ্দীন, নুর মোহাম্মদ, হালিম ও মুন্না। '৮৬ সালে নিহত হয় ছাত্র ইউনিয়নের আসলাম এবং '৮৫ সালে নতুন বাংলা ছাত্রসমাজের হাতে নিহত হন ছাত্রলীগের সমাজ বিজ্ঞানের ছাত্র রাউফুন বসুনিয়া।